তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের Gender Equality বিষয়ক ষান্মাসিক প্রতিবেদন।

(জুলাই–ডিসেম্বর ২০২১)

সাসটেইনেবল ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট

বাংলাদেশ ব্যাংক

প্রধান কার্যালয়

ঢাকা।

১. ভূমিকা :

বর্তমান বিশ্বে বহুল আলোচিত কয়েকটি বিষয়ের মধ্যে Gender Equality একটি। ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মক্ষেত্রে এবং আর্থ-সামাজিক ও মানবাধিকার রক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান Gender Equality। জাতিসংঘ কর্তৃক ২০১৫ সালে গৃহীত Sustainable Development Goals (SDGs) এর ১৭ টির মধ্যে Gender Equality একটি ৫ম Goal. বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে উক্ত goal বা লক্ষ্যমাত্রাটিকে 'Gender Equality অর্জন এবং সকল ক্ষেত্রে নারী ও মেয়েদের ক্ষমতায়ন' হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। আলোচ্য goal এর অধীনে মোট ৯টি টার্গেটে নারী এবং মেয়েদের প্রতি সব ধরণের অসমতা, হিংস্রতা দূরীকরণ; রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সমাজের সকল ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণের নেতৃত্বস্থানীয় পর্যায়ে নারীদের পূর্ণ এবং কার্যকর অংশগ্রহণ এবং সমান সুযোগ প্রদানের বিষয়ে উল্লেখ রয়েছে। World Economic Forum কর্তৃক বিশ্বে Gender ভিত্তিক বৈষম্য বিষয়ে প্রতিবছর "The Global Gender Gap Report" শীর্ষক প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। World Economic Forum এর সর্বশেষ প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী ২০২১ সালে বিশ্বের ১৫৬ টি দেশের মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান ৬৫ তম। প্রতিবেদন অনুযায়ী কর্মক্ষেত্রে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্থনৈতিক সুবিধা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে এমনটা সম্ভব হয়েছে। প্রতিটি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য একটি অনুকূল কর্মপরিবেশ সৃষ্টি করা ও প্রতিষ্ঠানের সর্বক্ষেত্রে Gender Equality প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠানসমূহের Gender Equality বিষয়ক সূচক পর্যালোচনার নিমিত্ত বাংলাদেশ ব্যাংক হতে যথাক্রমে ০১ ডিসেম্বর ২০১১ ও ১৩ জুন ২০১৩ তারিখে ডিওএস সার্কুলার নং-০৫ ও জিবিসিএসআরডি সার্কুলার লেটার নং-০৩ জারী করা হয়েছে। উক্ত নির্দেশনার আলোকে দেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিক বিবরণীতে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের Gender Equality বিষয়ক সূচকসমূহের পরিবর্তন পরীক্ষণের জন্য পর্যালোচনাপূর্বক সার্বিক অবস্থার প্রতিবেদন নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

২. ব্যাংকসমূহের Gender Equality বিষয়ক সূচক :

২.১. তফসিলি ব্যাংকসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা :

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে ৬০টি তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক প্রেরিত Gender Equality বিষয়ক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনান্তে তফসিলি ব্যাংকসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা ও তুলনামূলক অবস্থান ছক-১, চিত্র-১ এবং চিত্র-২ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হলো :

ছক-১ : জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে তফসিলি ব্যাংকসমূহে কর্মরত জনবল

ব্যাংক এর ধরণ	নারী (সংখ্যা)	পুরুষ (সংখ্যা)	মোট কর্মকর্তা/কর্মচারী	নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর হার (%)
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক (৬)	৮১৫৯	৪২২৮৩	৫০৪৪২	১৬.১৮%
বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংক (৩)	১৭৬৩	১০৭৪৯	১২৫১২	১৪.১০%
বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক (৪২)	১৯২৮৫	১০২০৩৬	১২১৩২১	১৫.৮৬%
বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক (৯)	৯৩৪	২৮১০	৩৭৪৪	২৪.৯৫%
মোট	৩০১৪১	১৫৭৮৭৮	১৮৮০১৯	১৬.০৩%

➢ ছক-১ এবং চিত্র-১ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে দেশে কার্যরত তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে ৪২টি বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকে সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী (১৯২৮৫ জন) কর্মরত ছিলেন যা মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর ১৫.৮৬%।

➢ ৬টি রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকে দ্বিতীয় সর্বোচ্চ সংখ্যক নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী (৮১৫৯ জন) কর্মরত ছিলেন যা মোট কর্মকর্তা/কর্মচারীর ১৬.১৮%।

চিত্র-১ : তফসিলি ব্যাংকসমূহে নারী কর্মীদের তুলনামূলক অবস্থান

➢ ৯টি বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকে সবচেয়ে কম সংখ্যক নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী (৯৩৪ জন) কর্মরত থাকলেও অন্যান্য ব্যাংকসমূহের তুলনায় বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর হার সবচেয়ে বেশি (২৪.৯৫%)।

➢ অন্যদিকে, চিত্র-২ পর্যালোচনায় দেখা যায়, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে ৬০টি তফসিলি ব্যাংকে কর্মরত মোট নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী সংখ্যা ৩০১৪১ জন যার মধ্যে বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকে সর্বোচ্চ সংখ্যক ১৯২৮৫ জন (৬৪%) নারী কর্মকর্তা/কর্মচারী কর্মরত ছিলেন। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা ছিল ৮১৫৯ জন যা দ্বিতীয় সর্বোচ্চ (২৭%)।

➢ ৬০টি তফসিলি ব্যাংকে কর্মরত মোট নারী ও পুরুষ কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা যথাক্রমে ৩০১৪১ এবং ১৫৭৮৭৮ জন এবং নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর হার ১৬.০৩%।

চিত্র-২: ব্যাংকওয়ারী নারী কর্মীবলের শতকরা হার

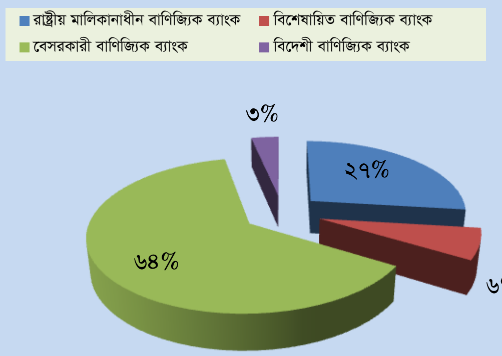

২.২. ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায় (Rank) এবং বয়স ভেদে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে ব্যাংকের বিভিন্ন পর্যায়ে (Rank) এবং বয়স ভেদে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর তুলনামূলক অংশগ্রহণের চিত্র ছক-২ মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো :

ছক-২ : ব্যাংকসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের হার

ব্যাংক	বোর্ড সদস্য (%)	উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত (%)	মধ্যবর্তী পর্যায়ে কর্মরত (%)	প্রারম্ভিক/সূচনা পর্যায়ে কর্মরত (%)	<৩০ বছর (%)	৩০-৫০ বছর (%)	>৫০ বছর (%)	কর্মসংস্থান বদলকৃত (Employee turnover) কর্মকর্তাদের মধ্যে নারী কর্মকর্তার হার
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন	৮.৭০	১৪.১৯	১৬.২৯	১৬.২৪	২১.২৬	১৭.৫০	১০.১১	২.৫২
বিশেষায়িত	৪	৮.৪২	১৫.১২	১৩.৯০	২৪.৩৮	১৩.০৩	৮.১৬	৩৪.৩০
বেসরকারী বাণিজ্যিক	১৪	৬.৮৩	১৫.৮১	১৬.৪৮	২০.১৯	১৫.৮৫	৬.৭৪	১৫.৬৯
বিদেশী	১৫.৯১	২১.৪১	২৭.৯০	১৫.৯১	৪২.২৪	২২.৩৬	১০.০০	২৭.২৭
সকল ব্যাংক	১৩.৫২	৯.৩৭	১৬.০০	১৬.৪৩	২১.১৫	১৬.২৬	৮.৬২	১৮.৩৪

বিশ্লেষণ :

- জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে বোর্ড সদস্য হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ মাত্র ১৩.৫২% যা খুবই কম। তন্মধ্যে বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে নারী বোর্ড সদস্যের অংশগ্রহণের হার সবচেয়ে বেশি (১৫.৯১%); অপরদিকে আলোচ্য ষান্মাসিকে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের নারী বোর্ড সদস্যের অংশগ্রহণের হার সবচেয়ে কম (৪.০০%)।

- জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক দাখিলকৃত Gender Equality বিষয়ক বিবরণী পর্যালোচনায় দেখা যায়, কর্মক্ষেত্রে উচ্চ পর্যায়ের (৯.৩৭%) তুলনায় মধ্যবর্তী (১৬.০০%) ও প্রারম্ভিক (১৬.৪৩%) পর্যায়ে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণের হার বেশি। প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণে দেখা যায় ব্যাংকিং খাতে নারীদের অংশগ্রহণ প্রারম্ভিক পর্যায়ে বেশি।

- একই সময়ে তফসিলি ব্যাংকসমূহে পঞ্চাশোর্ধ নারী কর্মকর্তাদের (৮.৬২%) চেয়ে অনূর্ধ্ব ত্রিশ বছর বয়সী নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর (২১.১৫%) অংশগ্রহণের হার দ্বিগুণেরও বেশী।

- তফসিলি ব্যাংকসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর কর্মসংস্থান বদলের হার (Employee turnover) বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হয় যে, আলোচ্য ষান্মাসিকে বিশেষায়িত বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহে নারীদের কর্মসংস্থান বদলের হার রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন, বিদেশী, বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকের নারীদের তুলনায় বেশী।

২.৩. কর্মক্ষেত্রে Gender Equality নিশ্চিতকল্পে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

- ৬০টি তফসিলি ব্যাংকে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর রয়েছে।
- ৬০টি তফসিলি ব্যাংকের Sexual harassment prevention/awareness policy রয়েছে।
- ৬০টি তফসিলি ব্যাংক Gender Equality বিষয়ক Gender equality/awareness training আয়োজন করেছে।
- ৩০টি তফসিলি ব্যাংক তাদের কর্মরত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করেছে।
- নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার পর নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ৩০টি ব্যাংকের নিজস্ব পরিবহন সুবিধা রয়েছে।

চিত্র-৩: ষান্মাসিক ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের Gender equality সমতা সূচকের তুলনামূলক পর্যালোচনা

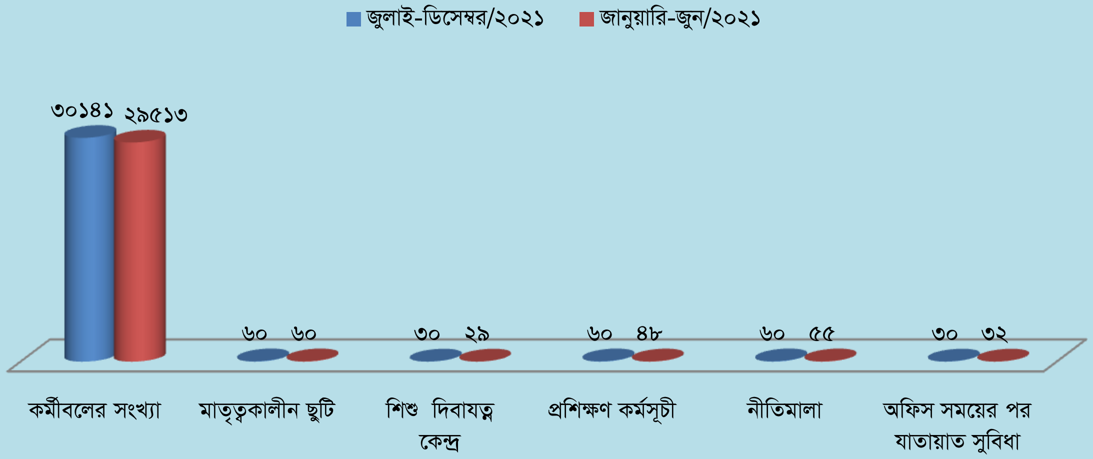

২.৪. চিত্র-৩ অনুযায়ী ষান্মাসিক ভিত্তিক ব্যাংকসমূহের Gender Equality সমতা সূচকের তুলনামূলক পর্যালোচনা

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে ব্যাংকসমূহে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা (৩০১৪১ জন) জানুয়ারি-জুন ২০২১ ষান্মাসিকের তুলনায় ৬২৮ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া, এছাড়া Sexual harassment prevention/awareness policy প্রণয়ন, Gender Equality বিষয়ক Gender equality/awareness training সূচকসমূহের মান জানুয়ারি-জুন ২০২১ ষান্মাসিকের তুলনায় জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে বৃদ্ধি পেলেও নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার পর নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধা সামান্য হ্রাস পেয়েছে।

৩. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের Gender Equality বিষয়ক সূচক :

৩.১. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা :

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে বাংলাদেশে কার্যরত ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রেরিত Gender Equality বিষয়ক বিবরণীসমূহ পর্যালোচনান্তে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তুলনামূলক অবস্থান চিত্র-৪ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হল।

চিত্র-৪ : জানুয়ারি-জুন ২০২১ ষান্মাসিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মবলের অনুপাত

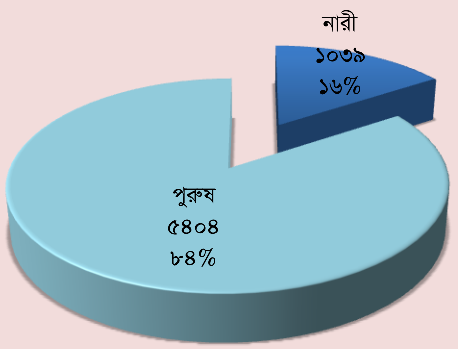

বিশ্লেষণ :

চিত্র-৪ পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত মোট জনবলের মধ্যে মাত্র ১৬% নারী। অর্থাৎ আলোচ্য ষান্মাসিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী ও পুরুষ কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অনুপাত ছিল প্রায় ১ : ৫।

৩.২. আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন পর্যায় (Rank) এবং বয়স ভেদে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অংশগ্রহণ

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে (Rank) এবং বয়স ভেদে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর তুলনামূলক অংশগ্রহণের চিত্র ছক-৩ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা হয়েছে।

ছক-৩ : আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীদের অংশগ্রহণের হার

বোর্ড সদস্য (%)	উচ্চ পর্যায়ে কর্মরত (%)	মধ্যবর্তী পর্যায়ে কর্মরত (%)	প্রারম্ভিক/সূচনা পর্যায়ে কর্মরত (%)	<৩০ বছর (%)	৩০-৫০ বছর (%)	>৫০ বছর (%)
১৬.৩৫%	৮.৪৮%	১৩.৭১%	১৮.৩৫%	২৪.১৬%	১৪.১৫%	৭.৭৩%

বিশ্লেষণ :

- আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকের বিবরণী পর্যালোচনায় কর্মক্ষেত্রে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণের হার উচ্চ পর্যায়ের তুলনায় প্রারম্ভিক ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে বেশি।
- একই সময়ে পঞ্চাশোর্ধ নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর (৭.৭৩%) তুলনায় অনূর্ধ্ব ত্রিশ বছর বয়সী নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর (২৪.১৬%) অংশগ্রহণের হার বেশি এবং বোর্ড সদস্য হিসেবে নারীদের অংশগ্রহণ কম (১৬.৩৫%)।

৩.৩. কর্মক্ষেত্রে Gender Equality নিশ্চিতকল্পে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ

- জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রেরিত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় সবগুলো আর্থিক প্রতিষ্ঠানেই ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর রয়েছে।
- ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানেরই Sexual harassment prevention/awareness policy রয়েছে।
- ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে Gender Equality বিষয়ক Gender equality/awareness training আয়োজন করেছে।
- নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার পর নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধার্থে ২১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব পরিবহন সুবিধা রয়েছে।
- বাংলাদেশ ইনফ্রাস্ট্রাক্চার ফাইন্যান্স ফান্ড লিঃ ছাড়া অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য কোন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র এখনও পর্যন্ত চালু করে নাই।

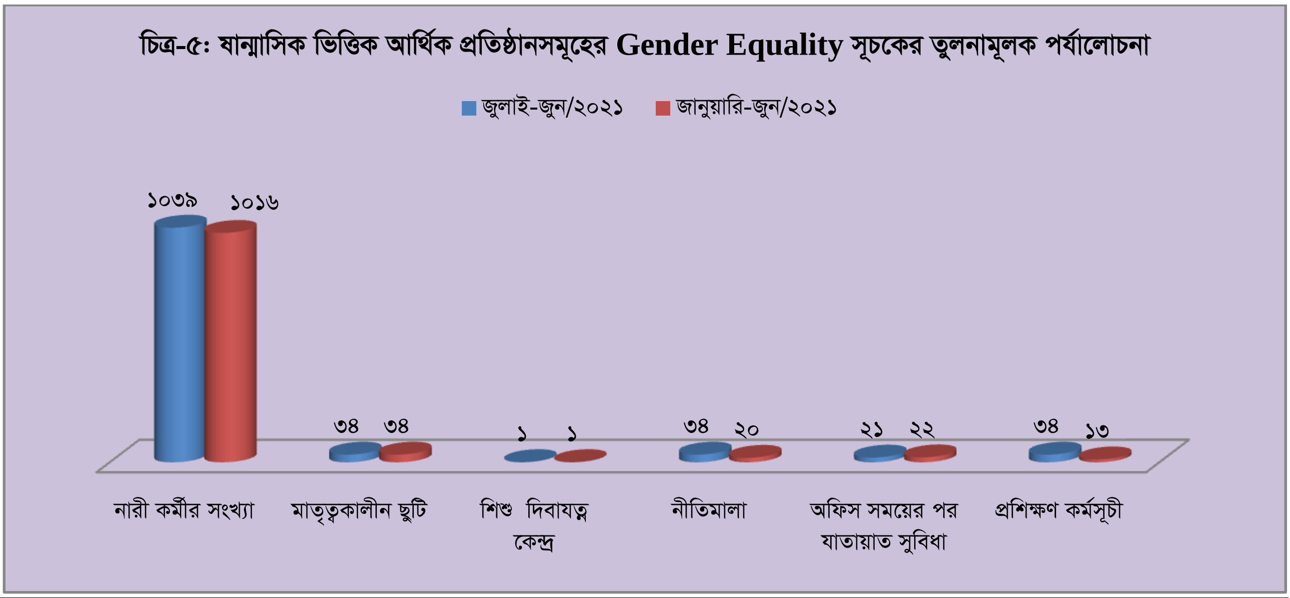

৩.৪. চিত্র-৫ অনুযায়ী ষান্মাসিক ভিত্তিক আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের Gender Equality সূচকের তুলনামূলক পর্যালোচনা

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর সংখ্যা (১০৩৯ জন) জানুয়ারি-জুন ২০২১ ষান্মাসিকের তুলনায় ২৩ জন বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া Sexual harassment prevention/awareness policy প্রণয়ন, Gender Equality বিষয়ক Gender equality/awareness training সূচকসমূহের মান জানুয়ারি-জুন ২০২১ ষান্মাসিকের তুলনায় জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে বৃদ্ধি পেলেও নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার পর নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের যাতায়াতের সুবিধা সামান্য হ্রাস পেয়েছে। উভয় ষান্মাসিকেই ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য কোন শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপন করা হয়নি।

৪. সার্বিক পর্যালোচনা :

জুলাই-ডিসেম্বর ২০২১ ষান্মাসিকে দেশে কার্যরত ৬০টি তফসিলি ব্যাংক এবং ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত ষান্মাসিকভিত্তিক Gender Equality বিষয়ক বিবরণীর পর্যালোচনা নিম্নরূপ :

ক) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে বোর্ড সদস্য হিসেবে নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীর অংশগ্রহণ তুলনামূলকভাবে কম।

খ) ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহে কর্মরত নারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে উচ্চ পর্যায়ের চেয়ে প্রারম্ভিক ও মধ্যবর্তী পর্যায়ে বেশি।

গ) বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-০১, তারিখ ২৮ মার্চ ২০১৩ এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও বাজার বিভাগের ২৮ জুলাই ২০১৩ তারিখের ডিএফআইএম সার্কুলার লেটার নং-০৬ অনুযায়ী প্রতিটি ব্যাংক/আর্থিক প্রতিষ্ঠানে মাতৃত্বকালীন ছুটির মেয়াদ ৬ মাসে উন্নীত করার বিষয়টি ৬০টি তফসিলি ব্যাংক ও ৩৪টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান পরিপালন করেছে।

ঘ) ১টি আর্থিক প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের সন্তানদের জন্য শিশু দিবাযত্ন কেন্দ্র স্থাপনের কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেনি।